১৮/৭/২০০৭

দৈনিক [illegible]

তারিখ .... পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

৪০ হাজার শিশু স্কুলে যায় না

লালবাগ সংবাদদাতা

সাত লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত কামরাঙ্গীরচরের শিক্ষা ব্যবস্থা সুদূর মফস্বলের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ১৯টি সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে কামরাঙ্গীরচরের বিভিন্ন এলাকায়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই। উপকরণের অভাব, ছাত্রছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, প্রয়োজনীয় ভবনের সঙ্কট এই 'চরবাসী' বিপুল জনবসতির শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমশ বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

এখানকার বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করে বর্ষার দিনে ক্লাস করতে পারে না। এমনকি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি এখানে খেলাধুলা, সংস্কৃতি বিকাশের কোন মাঠ বা লাইব্রেরি নেই। এসব স্কুলের কোন সরকারী এফিলিয়েশন নেই। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি এসএসসি পরীক্ষা দেয়াতে পারে না। এ জন্য ঢাকা শহরে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হয় তাদের। গুটিকয়েক ভাঙ্গা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ নিয়ে কামরাঙ্গীরচরের বিদ্যাপীঠগুলো যাত্রা শুরু করলেও বেশি দূর এগোতে পারেনি। সংশ্লিষ্ট অধিদফতরের দায়িত্বহীনতার কারণে এ জনপদে শিক্ষা ব্যবস্থার এ করুণ দশা। স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অভিযোগ, নির্বাচন এলে শহর থেকে রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের যাতায়াত শুরু হয়। তাঁরা শুধু প্রতিশ্রুতি শোনান। কিন্তু নির্বাচন শেষে প্রতিশ্রুতি আর কার্যকর হয় না। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র থেকে জানা যায়, কামরাঙ্গীরচরের ৪০ হাজার ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না। এরা বই-খাতা ফেলে ভারি ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় ঢুকে পড়ছে।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে করুণ অবস্থা জবেদা খাতুন রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নূরজাহান বেগম উচ্চ বিদ্যালয়, আব্দুল হালিম প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজী আব্দুল আউয়াল উচ্চ বিদ্যালয় এবং একমাত্র হাজী আব্দুল আউয়াল কলেজসহ ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। শিক্ষার উপকরণের অভাব, প্রয়োজনীয় ভবনের সঙ্কট, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই, লাইব্রেরি নেই, খেলার মাঠ নেই, এমনকি বর্ষার দিনে ভবন চুইয়ে পানি ও ভবন ডুবে থাকার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে পারে না।

সরকারী এফিলিয়েশন নেই

ভাঙ্গা চেয়ার টেবিল বেঞ্চ

স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই

শিক্ষা অধিদফতরের দায়িত্বহীনতার কারণে দীর্ঘ ১৯ বছরেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি। ৪ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে ৭শ' ছাত্রছাত্রীকে ২ শিফটে পড়ানো রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। তার ওপর মাত্র ৩টি কক্ষে এতগুলো ছাত্রছাত্রীকে বসানো হচ্ছে। এখানকার শিক্ষকরা টিউশনি করে কোন রকমে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করে বেঁচে আছেন।

জবেদা খাতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে কামরাঙ্গীরচরের একমাত্র কলেজ হাজী আব্দুল আউয়াল কলেজ। প্রায় ৪০ ফুট জায়গায় ৫টি কক্ষ মুলির বেড়া দিয়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো হচ্ছে। কলেজ সূত্র থেকে জানা যায়, ৯ শতাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। জানা যায়, ১৯৯২ সালে প্রয়াত হাজী আব্দুল আউয়াল ৫০ শতাংশ জমি এ কলেজের জন্য দান করে যান। বর্তমানে কলেজ ভবন নির্মাণ কাজ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

দক্ষিণ কামরাঙ্গীরচরের হুজুরপাড়ায় হাজী এবিএম ফিরোজ ১৯৯০ সালে তাঁর মা'র নামে ১৬ কাঠা জমির ওপর নূরজাহান বেগম উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৫০ ছাত্রছাত্রী দু'শিফটে ১৮ স্টাফ নিয়ে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে এলাকাবাসীর সহায়তা বহু কষ্টে এই প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন। ৯ কক্ষবিশিষ্ট এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত করার জন্য শিক্ষা অধিদফতরের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, অদ্যাবধি কোন সাহায্য-সহযোগিতা আসেনি। কলেজ সূত্র থেকে জানা যায়, এমপিওভুক্ত করার জন্য ১৮-৩-৯৭ ও ২০-৪-৯৮ তারিখে পর পর ২টি দরখাস্ত পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন লাইব্রেরি কক্ষ নেই। খেলার মাঠ নেই। ৪০ ফুট লম্বা ও ১৫ ফুট চওড়া মুলির বেড়া দিয়ে ৪টি কক্ষ, পাকা দালান ৪২ ফুট লম্বা ও ২০ ফুট ৫টি কক্ষ নির্মাণ কাজ অর্থাভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

১৯৯২ সালে নয়াগাঁওয়ে ১১ কাঠা জমির ওপর হাজী আব্দুল আউয়াল স্কুলটি নির্মাণ করেন। ১০ স্টাফ ও প্রায় ৪শ' ছাত্রছাত্রীর এই স্কুলটির শিক্ষা ব্যবস্থার হাল খুবই করুণ। এল টাইপের ৭টি কক্ষই ভাঙ্গাচোরা। '৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় স্কুলটির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। সরকারের সাহায্য তো দূরের কথা, দীর্ঘদিন ধরে মাঠের জন্য মাটি ভরাটের কাজে স্থানীয় এমপির কাছে অভিযোগ করেও লাভ হয়নি। শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় এলাকাবাসী জানান, এই স্কুলের বড় সমস্যা ...